রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ১৬, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন.

তারিখঃ ২৯ পৌষ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১২ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ০৬-আইন/২০১৭।—মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন) এর ধারা ৪৬, ধারা ৪৩ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা বিধিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) "আইন" অর্থ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন);

(২) "চেয়ারম্যান" অর্থ সংস্থার চেয়ারম্যান;

(৩) "বেসরকারি সংস্থা" অর্থ বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনের অধীন অনুমোদিত বা নিবন্ধিত কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(৪) "সদস্য" অর্থ সংস্থার কোন সদস্য; এবং

(৫) ''সংস্থা" অর্থ এই বিধিমালার অধীন গঠিত জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

৩। **সংস্থা গঠন, ইত্যাদি।**—(১) আইনের ধারা ৪৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এতদ্বারা 'জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা' গঠিত হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত 'জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা' এর সদস্য হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(গ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার অন্যূন উপপরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ট) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপপরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা; এবং

(ড) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, যিনি সংস্থার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) সংস্থা উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে আইন ও তদ্‌ধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলী অনুসরণ করিবে।

(৪) কেবল কোন সদস্য পদের শূন্যতা বা সংস্থা গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে সংস্থার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৪। **সংস্থার প্রধান নির্বাহী, কার্যক্রম, ইত্যাদি।**—(১) চেয়ারম্যান সংস্থার প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি সংস্থার যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে সংস্থার সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত স্থানে এবং অনুমোদিত পদ্ধতিতে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।